DAILYJANAKANTHA.COM

স্বাধীনতাবিরোধীদের মাদ্রাসা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তোলপাড়

প্রকাশিত: ০৯ - ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

- একনেকে অনুমোদিত দু'শ' মাদ্রাসা বাদ

গাফফার খান চৌধুরী ॥ একনেকের সভায় অনুমোদিত প্রকল্প থেকে দুই শতাধিক মাদ্রাসার নাম বাদ দিয়ে তার জায়গায় স্বাধীনতা বিরোধীদের পরিচালিত কিছু মাদ্রাসার নাম অন্তর্ভুক্ত করার ঘটনায় রীতিমতো তোলপাড় চলছে। এখানেই শেষ নয়, বাদ দেয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু দাখিল মাদ্রাসা ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা ফাজিল মাদ্রাসার নামে থাকা মাদ্রাসার নামও। অথচ লর্ড হার্ডিঞ্জ নামের একজন বিদেশীর নামে থাকা মাদ্রাসাটিও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অনুমোদিত মাদ্রাসার নাম বাদ দিয়ে তার জায়গায় জামায়াত নিয়ন্ত্রিত বেশ কয়েকটি মাদ্রাসার নাম অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগের ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মাদ্রাসা অধিদফতরসহ সংশ্লিষ্ট দফতরে থাকা জামায়াতপন্থীদের পরোক্ষ করসাজিতে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মাদ্রাসা শিক্ষা ও মাদ্রাসার অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার নানা পদক্ষেপ হাতে নেয়। তারই ধারাবাহিকতায় নানা যাচাই-বাছাই শেষে গত বছরের ১০ আগস্ট সারাদেশের ১ হাজার ৬৮১টি মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত হয়। গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেকের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, প্রতি জন সংসদ সদস্য ছয়টি করে মাদ্রাসার নাম প্রস্তাব করবেন। সে হিসেবে সারাদেশে মোট ১৮শ' মাদ্রাসার উন্নয়ন করা হবে। ইতোমধ্যেই ১৬শ', ৮১টি মাদ্রাসা নির্বাচিত হয়েছে। বাকি ১১৯টি মাদ্রাসার নাম সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে নিয়ে মোট ১৮শ'টি মাদ্রাসার উন্নয়ন কাজ করা হবে। ১১৯টি মাদ্রাসা দ্রুত নির্বাচন করে উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সে অনুযায়ী মোট ব্যয় ধরে উন্নয়ন প্রকল্প পুনর্গঠন করতে হবে।

একনেকে সিদ্ধান্ত হয়, মাদ্রাসাগুলোর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে। এখাতে ব্যয় ধরা হয় ৫ হাজার ৯১৮ কোটি ৪৩ লাখ ৪ হাজার টাকা। সে মোতাবেক গত বছরের ১ জুলাই থেকে কাজ শুরু হয়ে ২০২১ সালের ৩০ জুনের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়া হয় একনেকের সভায়। একনেকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিটি মাদ্রাসার ভবন নির্মাণের জন্য দেয়া হবে কমপক্ষে ৪ কোটি টাকা।

প্রসঙ্গত, ওই সময় মাদ্রাসা অধিদফতরের মহাপরিচালক ছিলেন বিল্লাল হোসেন। গত বছরের ২৮ মে তিনি রমনার বোরাক টাওয়ারের নিজ কার্যালয়ের সব কর্মকর্তাদের বের করে দিয়ে যুদ্ধাপরাধী দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বেয়াই নানা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ও বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং টেলিভিশনের ইসলামী অনুষ্ঠানের উপস্থাপক মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকী হত্যা মামলার অন্যতম আসামি জামায়াত নেতা কামাল উদ্দিন জাফরীর সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন। ওই ঘটনায় ব্যাপক তোলপাড় হয়। তার বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত শেষে তাকে মাদ্রাসা অধিদফতরের মহাপরিচালকের পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তদন্তে বেরিয়ে আসে তার জামায়াত কানেকশনের তথ্য। তার পরোক্ষ মদদে মাদ্রাসা অধিদফতরে জামায়াত সিন্ডিকেট সক্রিয় বলে অভিযোগ ওঠে। সিন্ডিকেটটি জামায়াত নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসাগুলোকে বেশি সুযোগ সুবিধা দিয়ে আসছিল বরেও অভিযোগ উঠেছিল। যদিও বিল্লাল হোসেন বরাবরই এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

গত বছরের ২০ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদ্রাসা উন্নয়ন সংক্রান্ত দলিলে স্বাক্ষর করেন। তালিকাভুক্ত হওয়ার পর মাদ্রাসাগুলোর সয়েল টেস্ট ও সাইট প্ল্যান করে কয়েক কোটি টাকা খরচও করে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর। এমন কর্মকান্ড চলার মধ্যেই পরবর্তীতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি পাওয়ার পরও নির্বাচিত হওয়া সেই ১ হাজার ৬৮১টি মাদ্রাসা থেকে ২০৫টি মাদ্রাসার নাম বাদ দেয়া হয়েছে। সেই তালিকায় ঢোকানো হয়েছে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি মাদ্রাসার নাম।

নথিপত্র মোতাবেক খুলনা জেলার বঙ্গবন্ধু দাখিল মাদ্রাসা ও সিলেট জেলার শেখ ফজিলাতুন্নেছা ফাজিল মাদ্রাসার নাম বাদ দেয়া হয়েছে তালিকা থেকে। এ সংক্রান্ত নথিতে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতরের বর্তমান মহাপরিচালক শফিউদ্দিন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আলমগীরের স্বাক্ষর রয়েছে।

এ ব্যাপারে মাদ্রাসা অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক বিল্লাল হোসেন জনকণ্ঠকে বলেন, বিষয়টি তার খুব একটা মনে নেই। আমি চলে যাওয়ার পর মাদ্রাসার তালিকা নিয়ে কি হয়েছে, তা আমার জানা নেই। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগের সচিব মোঃ আলমগীর এবং মাদ্রাসা অধিদফতরের বর্তমান মহাপরিচালক শফিউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তাদের কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com